প্রেস বিবৃতি

০৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

বিশ্বভারতী আজ প্রায় সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। কারণ যাই হোক না কেন। নিন্দুকদের মতে বিশ্বভারতীর বর্তমান প্রশাসনের কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য বাঙালীর আবেগ আজ আঘাতপ্রাপ্ত। এটা ঘটনা বাঙালীর আবেগ ছিল বলেই বিনয়-বাদল-দীনেশ এবং আরও প্রাতঃস্মরণীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ফাঁসিকাষ্ঠে উঠতে কখনই দ্বিধা বোধ করেননি। তাঁরাও নিন্দিত হয়েছেন কারণ তাঁদের ভাবনাচিন্তা কদর না করার বাঙালীও ছিল। এটা স্বাভাবিক কারণ স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে "বস্তুত নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত? . . . কিছু ভাল কাজ করিলাম . . . যদি কোন লোক তাঁহার মধ্যে গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা যে, নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল।" অর্থাৎ নিন্দামন্দ মানুষের, বিশেষতঃ বাঙালীর চরিত্রের একটা মূল বৈশিষ্ট্য। গুরুদেবও তাই ভাবতেন। তাঁর রচনা 'চারিত্রপূজা'তে আরো পরিষ্কার করে তাই বললেন যে এই মানসিকতার ফলে আমরা "যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করিনা, যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না। ভুরিপরিমান বাক্যরচনা করিতে পারি, তিল পরিমান আত্মত্যাগ করিতে পারি না। . . . আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিয়া থাকি।" এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি দেখি সজনীকান্ত দাসের "কর্মী রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে যেখানে কবি বলছেন যে, "বাঙালীর যুদ্ধ বাইরের কোন শত্রুর সঙ্গে নয়, পরস্পর, নিজের সঙ্গে, পরকে উপলক্ষ করে ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এরা অবিরত শান দিচ্ছে ছুরিতে; সে ছুরিও কোন ধাতুর নয়, -- কুৎসা এবং কাদা দিয়ে তৈরী তার অস্ত্র।" পরবর্তীকালে তিনি আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন তাঁর কষ্টের যা তাঁকে বিশ্বভারতীকে পঠন-পাঠনের স্থান করার জন্য ভোগ করতে হয়েছিল। এই সমস্ত কষ্টের মূল কারণ ছিল তাঁরা যারা বিশ্বভারতীর বদান্যতায় জীবনধারণ করতেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর (On the Edges of Time) প্রতি পাতায় যা বিবরণ পাই তা গুরুদেবের বিশ্লেষণের থেকে খুব বেশী তফাৎ নেই।

উপরের বক্তব্য প্রস্তাবনায় মূল উদ্দেশ্য একটাই: আজ যা ঘটছে বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে তা নূতন নয়। বিশ্বভারতীর স্রষ্টাকেও ভুগতে হয়েছিল। হয়তবা প্রকৃতিটা

পাল্টেছে। কিন্তু মূল ধারা অনেকটা তেমনই রয়ে গিয়েছে। তার কয়েকটা দিক আজকের প্রেস বিবৃতিতে আমরা উল্লেখ করব:-

(১) বিশ্বভারতীকে যদি কেউ আখ্যা দেন যে এটা অনেকাংশে ভ্রষ্টাচারের আঁতুড়ঘর – তাহলে হয়তবা খুব ভুল বলা হবে না। এই বিশ্বভারতী থেকে গুরুদেবের পাওয়া নোবেল চুরি হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ নিয়ে ভুরিভুরি অভিযোগ আছে। একজন দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী পান এবং পাঁচ বছর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান। অর্থাৎ ঐ পাঁচ বছর ছাত্র-ছাত্রীদের যে ক্ষতিসাধন হল তার কৈফিয়ৎ তো কেউ দাবী করেন নি। পরবর্তীকালে ৫৮ জনের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে একটা হাইপাওয়ার কমিটি নিযুক্ত হয়। যার ফয়সালা এখনও হয়নি। অথচ ঐ সমস্ত অন্যায় ভাবে নিযুক্ত চাকুরীজীবিরা আজও কাজ করে চলেছেন। কই এব্যাপারে বাঙালীর আবেগ তো দেখিনা। এক প্রাক্তন উপাচার্যের বিরুদ্ধে CBI অনুসন্ধান চলছে। অথচ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার একজন আপাতদৃষ্টিতে দুর্নীতি পরায়ণ উপাচার্যকে সম্মানের আসনে বসাতে দ্বিধাবোধ করেন না। হয়তবা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আরেকজন অস্থায়ী উপাচার্যকে বিশ্বভারতী থেকে বিশেষ অপরাধের জন্য বরখাস্ত করা হয়। যেহেতু আদালতে বিচারাধীন -- তাই এব্যাপারে আমরা কোনো মতামত দেওয়া সমীচীন মনে করছি না।

(২) বিশ্বভারতী বিখ্যাত অর্থনৈতিক দুর্নীতির জন্য। এখানে LTC (Leave Travel Concession) নিয়ে যা দুর্নীতি হত – তার উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। বিশ্বভারতী LTC এবং অন্যায়ভাবে প্রদত্ত বিলের পয়সা বাবদ চার কোটি টাকার বেশী উদ্ধার করেছে গত তিন বছরে। অন্যায়ভাবে Grade Pay নেওয়া হত। তা বন্ধ করার ফলে অনেকে স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ। কিন্তু একটা দুর্নীতি বন্ধ করা হয়েছে।

বিশ্বভারতীর প্রায় সবাই এমন কি ছোটখাটো চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে যেতেন। তার মানে এই রাজ্যে চিকিৎসার মান এতই খারাপ যে তাতে আমাদের বিশ্বাস নেই। আসলে তা নয়। এটা Medical Tourism। চিকিৎসার নাম করে অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বভারতীর অনেক কর্মচারী অন্যান্য স্থানে ভ্রমন করতে চিকিৎসার বাহানা নিতেন। যা এখন বন্ধ হয়েছে। অর্থাৎ করদাতাদের বদান্যতায় চলা বিশ্বভারতীতে আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে। এখানে খুব স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যুৎদয়নের ফলে একটা দুর্নীতির উৎস বন্ধ করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর হাসপাতালের দুর্নীতির প্রসঙ্গে নাই বা বললাম। পরে কোন প্রেসবিবৃতিতে বিস্তারিত জানাব।

(৩) জমি-কেলেঙ্কারীর জন্য আজ বিশ্বভারতী সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। বেশ কিছু বিখ্যাত বাঙালী বিশ্বভারতীর জমি কব্জা করেছেন। যা বলার জন্য স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী

উদ্বিগ্ন হয়ে বোলপুরে এলেন। এবং প্রমাণ করার নিস্ফল চেষ্টা করলেন যে বিশ্বভারতীর তথ্য ভুল। কাগজ দেখালেন। কিভাবে কাগজ তৈরী হয় তা নাইবা আলোচনা করলাম। তবে মাননীয়া কখনও যে তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে জমি জরিপের কথা একেবারেই উল্লেখ করলেন না, কারণটা স্বাভাবিক। জমি জরিপ করলেই সঠিক ভাবে বোঝা যাবে। বিশ্বভারতীর নথিপত্র ভুল বা রাজ্যসরকারের দাবী সঠিক। অতএব ঐ পথে যাবার কথা একেবারেই উল্লেখ করলেন না। আমরা দৃঢ়ভাবে সবাইকে জানাতে চাই যে বিশ্বভারতীর জমি অনেকেই হরপ করেছেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ এবং CAG আদেশ মোতাবেক বিশ্বভারতীর জমি উদ্ধার করতে দায়বদ্ধ। "বিদ্যুৎদয়ন" ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা থেকে বিশ্বভারতীকে বিরত করা যাবে না।

(৪) বিশ্বভারতীর শিক্ষার মান নামছে। খুব স্বাভাবিক কারণ পঠনপাঠন এবং গবেষণায় আমরা অনেক পিছিয়ে। এখানে প্রশাসনের কি দায়িত্ব তা জানা নেই। শিক্ষকরা যদি আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী গবেষণাপত্র না ছাপাতে পারেন সেখানে প্রশাসন কি করবে। এখানে শিক্ষকদের ক্লাস নেবার জন্য এবং কর্মচারীদের তাদের সঠিক সময়ে অফিসে আসার জন্য উপাচার্যকে চৌকিদারের কাজ করতে হয়। জানিনা, বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের এই কাজ করতে হয় কি না? শিক্ষক সাসপেনশনের কথা খুব উল্লিখিত হচ্ছে। কজন সাসপেনসন হয়েছেন? কেন প্রশাসন এধরণের পদক্ষেপ নিয়েছেন - তা জানার কি প্রয়োজন নেই? দায়িত্বজ্ঞানহীন পর্যালোচনা করে কাউকে ছোট করা যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কে অবনমন থেকে বাঁচানো যায় কি? সদ্য মাননীয়া যা করলেন তা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। একজন ব্যক্তিকে বাঁচাবার জন্য একটা বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে ছোট করার প্রবণতা আর যাই হোক সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। এই সেই প্রতিষ্ঠান যা কি না সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত। এই ধরণের পদক্ষেপ নেবার পিছনে হয়তবা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু যাই হোক, কারো সাদা চোখে এটা ধরা পড়ল না যে বিশ্বভারতী অনেক বড় এবং আমাদের সভ্যতার অঙ্গ। ব্যাক্তি আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু প্রতিষ্ঠান থাকবে। সেই বাস্তব সত্যটা জানানোর জন্য প্রয়োজন সেই শিশুকে যে বলবে- "রাজা ন্যাংটা"। আমরা সেই অপেক্ষায় থাকলাম।

Mahua Banerjee 9.2.2023

Mahua Banerjee
In-Charge
Public Relations
Visva-Bharati

प्रभारी / In-charge
जनसंम्पर्क / Public Relations
विश्वभारती / Visva-Bharati